মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং

তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুরের দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়ে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা এবং সদর উপজেলার কাথুলী মোড়স্থ শোলমারী হোটেলকে খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করার কারণে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস ও হোটেলগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা হয়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা ১১০ টাকা, সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ

মেহেরপুরে চলতি বছরের জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ হার নির্ধারণ করে।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ফিতরা ও জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইদ্রিস আলী, সাইফুর ইসলাম, আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ।

সভায় জানানো হয়, স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় শরিয়াহসম্মতভাবে এ হার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফিতরা আদায়ের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে ইটভাটায় অভিযান, দুই লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ফতেপুর এলাকায় অবস্থিত এইচবি ব্রিকস ইটভাটার প্রোপ্রাইটর মোঃ ইয়াসিনকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে পরিবেশ অধিদপ্তর, পুলিশ ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এইচবি ব্রিকস ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি ব্যবহার এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে ভাটার প্রোপ্রাইটর মোঃ ইয়াসিনকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬/১৬ ধারায় দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

ঝিনাইদহে ব্যাংকের ভেতর থেকে ব্যবসায়ীর টাকা চুরি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের ভেতর থেকে অভিনব কৌশলে এক ব্যবসায়ীর নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

গতকাল বুধবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের কালীগঞ্জ শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, কালীগঞ্জ শহরের চাপালী কুটিপাড়া এলাকার ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জ সোনালী ব্যাংক শাখা-২ থেকে ৪ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। টাকা উত্তোলনের পর তিনি ক্যাশ কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে টাকা গণনার সময় বাকী টাকা একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগে রাখেন। কিছু সময় পর তিনি দেখতে পান, তার ব্যাগটি কাটা এবং ব্যাগের ভেতরে রাখা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেই। পরে ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অজ্ঞাত পরিচয়ের তিন ব্যক্তি কৌশলে তার পাশে অবস্থান করে ব্যাগের ওপর একটি ফাইল রেখে ব্যাগ কেটে টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যায়।

ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, ‘অনেক খোঁজাখুঁজি করে চোর কিংবা টাকা উদ্ধার করতে পারিনি। পরে আইনি সহায়তা পেতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

আসাদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা | ঢাকার

উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি মনোনিত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তার ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার কোনো ঋণ নেই। নেই কানো মামলা। নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

হলফনামায় আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, তার বার্ষিক আয় ৯৪ লাখ ৮০

হাজার ৫৮৭ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ বছরে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসা থেকে ৭৩ লাখ ৩০ হাজার, শেয়ার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে এক লাখ ৬৭ হাজার ২০১ টাকা ও পেশাগত আয় ৮ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৬ টাকা।

স্ত্রীর শেয়ার বন্ড ব্যাংক আমানত,সঞ্চয়পত্র থেকে ১৭ হাজার ৮০১ টাকা এবং পেশাগত (শিক্ষকতা) থেকে বছরে আয় পাঁচ লাখ ৬ হাজার ১৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে আসাদুজ্জামানের কাছে নগদ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৫৮২ টাকা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নিজ নামে গচ্ছিত রয়েছে এক কোটি ৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৬ টাকা। বন্ড, শেয়ার কেনা আছে ৫২০০ টাকার এবং ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে।

হলফনামায় নিজের ২০ ভরি সোনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এছাড়া সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্য ছয় লাখ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য চার লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ টাকা।

অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামানের অর্জনকালীন অস্থাবর সম্পদের আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দুই কোটি ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। একইভাবে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য একই দেখানো হয়েছে।

স্থাবর সম্পদ হিসেবে আসাদুজ্জামানের ঢাকার সাভারের বড় বরদেশী মৌজায় ৪৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য এক কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পত্তি এখনো দখল বা সীমানা বুঝে পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ঢাকার উত্তরায় ৬ কাঠা জমিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট ভবন, একই এলাকায় ৫ কাঠা প্লটের ছয় তলাবিশিষ্ট ভবনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেলের। যার মূল্য আট কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৮ টাকা। ধানমন্ডিতে দুটি ফ্ল্যাটের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে তার। যার আনুমানিক মূল্য ৫৭ লাখ ৯৮

হাজার ৬৭ টাকা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ১১৪, মাটিকাটা এলাকায় তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১.৮০ শতাংশ জমি। যা তার স্ত্রী পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

এসব স্থাবর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। বর্তমান তার মূল্য ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা ধরা হয়েছে।

তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি। চলতি অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে আয় দেখিয়েছেন ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা এবং সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ২৭ লাখ ৬৩ হাজার ১৩৯ টাকা।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমলো ২০ টাকা

মেহেরপুরে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত কমেছে। নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ বাজারে ওঠা ও সরকার আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। ফলে স্বস্তি ফিরেছে ভোক্তাদের মাঝে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের আড়ত ঘুরে দেখা গেছে, গত সপ্তাহে যে পুরোনো পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৯০ টাকায় বিক্রি হতো, এখন তা কমে ৭০ থেকে ৭২ টাকায় নেমে এসেছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় এবং আমদানির প্রভাব বাজারে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই দাম কমছে।

আনছার সবজি ভান্ডারের আনছার শেখ বলেন, নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ

বাজারে উঠতেই দাম কমে গেছে। আগে সরবরাহ কম থাকায় আমরা বেশি দামে কিনে বিক্রি করতাম। এখন সরবরাহ বাড়ছে, তাই দামও ধীরে ধীরে কমছে। কৃষকরাও এখন ভালো দামে বিক্রি করতে পারছেন।

মিয়ারুল সবজি ভান্ডারের মিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমদানিকৃত পেঁয়াজ ঢুকতে শুরু করেছে, আর দেশি পেঁয়াজও উঠছে এই দুইয়ের কারণে বাজারে এখন সরবরাহ প্রচুর। তাই দাম স্বাভাবিকভাবে কমে এসেছে।

ক্রেতারা অভিযোগ করেন, সরবরাহ কমের অজুহাতে হঠাৎ দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এতে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। তাঁদের মতে, দেশি পেঁয়াজের দাম ৫০-৬০ টাকা মধ্যে থাকলে স্বস্তি মিলবে।

খুচরা বাজারেও কমেছে দাম। বর্তমানে দেশি পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৯৫ থেকে ১০০ টাকা। স্থানীয় ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, দাম কমেছে ঠিকই, কিন্তু বাজারে স্থিতিশীলতা নেই। সপ্তাহে তিনবার দাম ওঠানামা করে। দেশি পেঁয়াজ দাম আর একটু কমলে সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে।

পেঁয়াজ বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন জানান, কয়েক দিন ধরে দাম বেশি থাকায় আমরা অল্প করে কিনে বিক্রি করছিলাম। এখন দাম একটু কমায় বিক্রি বাড়ছে।

দামুড়হুদায় দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করেছেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

এ সময় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ তদারকি অভিযান

পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার তদারকি অভিযানে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান নেতৃত্ব দেন।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৫২ ধারায় নিয়ম বহির্ভূত ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে মেসার্স আলমগীর এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ক্রোকারিজ গার্ডেন প্রোপাইটার মো. আলমগীর হোসেনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ২০০৯-এর ৫১ ধারায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে মেসার্স জননী ফার্মেসির মো. মেজবাউদ্দীনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রুটি সংশোধন করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানে সহায়তায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, জনস্বার্থে এমন তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার দুই প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে ভেজাল জৈব সার উৎপাদনের দায়ে দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদি এলাকার হাফিজুর

রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইদ্রিস আলীর ছেলে রকিবুল ইসলাম জৈব সার কারখানা নির্মাণ করে জৈব সার উৎপাদন করে আসছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এ দুটি কারখানায় নানা অনিয়মের মাধ্যমে সার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছিল।

উৎপাদিত নিম্নমানের এসব জৈব সার পরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর এলাকার এগ্রোসেল কারখানায় নিয়ে পুনরায় প্যাকেজিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হতো। এ অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান ও রকিবুল ইসলামকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।